প্রথম আলো

তারিখ JUL 21 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

এত কলেজ কেন?

এভাবে শিক্ষার মান বাড়ানো যায় না

রাজনৈতিক বিবেচনায় কলেজ চালু করলে যা হয়, ঠিক তা-ই হয়েছে যশোরের মনিরামপুর উপজেলায়। সরকারি নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে গত ১০-১১ বছরে এ এলাকায় একের পর এক ডজনখানেক কলেজ চালু করা হয়েছে। বর্তমানে উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় মোট ১৫টি কলেজ আছে। মাত্র ৩ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ মানুষ এখানে বাস করে। নিয়ম আছে ৭৫ হাজার বসবাসকারীর জন্য একটি কলেজ থাকতে পারে। সেই হিসাবে বড়জোর ছয়টি কলেজই এখানে থাকতে পারত। কিন্তু কলেজের বন্যায় শিক্ষা ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, ততই আতঙ্কিত হতে থাকেন কলেজ শিক্ষকরা। কলেজের পরিচালনা পর্ষদ আগেই বলে দেয়, শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতে না পারলে শিক্ষকদের রুটি-রুজির ওপরই আঘাত আসবে। সুতরাং মানুষ গড়ার কারিগররা তখন শিক্ষার্থী-শিকারি হয়ে সময় কাটান। বিষয়টি দুঃখজনক। খবরটি ছাপা হয়েছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পাঠকদের জন্য *প্রথম আলোর* নিয়মিত আয়োজন আলোকিত দক্ষিণ-এ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সঙ্গে যখন রাজনৈতিক অভিসন্ধি যুক্ত হয়, তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি হয়ে ওঠে নির্বাচনের হাতিয়ার। এ হাতিয়ার আর যা-ই করুক, শিক্ষা প্রসারে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। এত ক্ষুদ্র জায়গায় এত বেশি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষার্থী কোথায় পাওয়া যাবে? আর এসএসসি বা এইচএসসির ফল বের হলে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফ্রি থাকা, পোশাক বানিয়ে দেওয়া, বাইসাইকেল কিনে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বেড়াবেন, সেটাই বা কতটা গ্রহণযোগ্য?

এটা শুধু যশোরের মনিরামপুরের ঘটনাই নয়, চোখ মেললেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় একই চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। এটা অন্যায়। এ অন্যায় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে শিক্ষকদের মানসিকতার, তেমনি নামিয়ে দেয় শিক্ষার মান। এটা চলতে পারে না।